02 SEP 2016

তারিখ ... AUG 201... পৃষ্ঠা ...৬... কলাম ...৬...

দৈনিক ইত্তেফাক

কারাগারের জমিতে হল নির্মাণ

দাবি থেকে সরে এসেছে জবি প্রশাসন, শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ অব্যাহত

■ জবি সংবাদদাতা

আবাসিক সংকট নিরসনে পুরনো ঢাকায় কেন্দ্রীয় কারাগারের জমিতে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের হল নির্মাণের দাবি থেকে সরে এসেছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। তবে আবাসিক হলের দাবিতে গতকালও পৃথক কর্মসূচিতে বিক্ষোভ অব্যাহত রেখেছে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা।

একই দাবিতে আজ শুক্রবার পুরনো ঢাকায় গণসংযোগ, মতবিনিময় এবং আগামীকাল শনিবার বিকালে সেগুনবাগিচাস্থ স্বাধীনতা মিলনায়তনে বুদ্ধিজীবী-নাগরিক সমাজকে নিয়ে গোলটেবিল আলোচনার আহ্বান করেছে আন্দোলনকারীরা।

জবির জনসংযোগ, তথ্য ও প্রকাশনা দফতরের পরিচালক অধ্যাপক ড. মিল্টন বিশ্বাস স্বাক্ষরিত ওই বিবৃতিতে বলা হয়, শূন্য আবাসন ব্যবস্থা সম্বলিত দেশের একমাত্র পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা প্রতি বছরের মত এবারও দীর্ঘদিন যাবৎ হলের জন্য আন্দোলন করে আসছে। এতে বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কার্যক্রম ব্যাহত হওয়ার পাশাপাশি মাঝে মাঝে জনদুর্ভোগের সৃষ্টি হচ্ছে। কাছাকাছি কোনো খালি জায়গা পাওয়ার সম্ভাবনা না থাকায় ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের জায়গাটি বরাদ্দের জন্য ছাত্ররা দাবি জানায়। তাই কারাগারের জমি বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুকূলে বরাদ্দের জন্য সরকারকে একাডেমিক কাউন্সিল আবেদন জানায়। পরবর্তীতে পুরনো ঢাকাবাসী বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে এর বিরোধিতা করছে। পুরনো ঢাকা শহরের ঐতিহ্যবাহী এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটির সঙ্গে এলাকাবাসীর পাল্টাপাল্টি অবস্থান একেবারেই কাম্য নয়। তাই কারাগারের জমিতে হল নির্মাণের দাবি থেকে সরে এসেছে জবি প্রশাসন।

এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মীজানুর রহমান গতকাল সন্ধ্যায় বলেন, কারাগারের জমিতে কি হবে, তা সরকার আগে থেকেই ঠিক করে রেখেছে। ইতোমধ্যে ছাত্রদের জন্য কেরানীগঞ্জে জবির নিজস্ব জমিতে ১০০০ আসনের হল নির্মাণের ঘোষণা করা হয়েছে। ছাত্রীদের হলের কাজও এগিয়ে চলছে। তাই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ও পুরনো ঢাকার বাসিন্দাদের পাল্টাপাল্টি আন্দোলনের মতো উদ্ভূত পরিস্থিতিতে পরিত্যক্ত কারাগারের জমিতে হল নির্মাণের দাবি থেকে সরে এসেছে জবি প্রশাসন।

শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ

শিক্ষার্থীরা জানান, গতকাল সকালে জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষার্থীরা জড়ো হতে থাকেন। বেলা ১১টার দিকে সমাবেশে মানবাধিকার আইনজীবী ব্যারিস্টার জোর্তিময় বড়ুয়া, জবি ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতি আল-আমিন, সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্টের সভাপতি মেহরাব আজাদ, সাধারণ সম্পাদক কিশোর রায়, ছাত্রমৈত্রীর সভাপতি মানোয়ার হোসেন, শিক্ষার্থীদের প্রতিনিধি রাশেদুল ইসলাম, মাহিদুল ইসলাম মাহি প্রমুখ বক্তব্য রাখেন। এছাড়াও সমাবেশে সংহতি জানান জবির সাবেক শিক্ষার্থী ও বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতি লাকী আক্তার। বক্তারা বলেন, প্রশাসনের উচিত শিক্ষার্থীদের দাবি মেনে নিয়ে শিগগিরই হল নির্মাণের ব্যবস্থা করা। তারা বলেন, কারাগারের জায়গাটি বিশ্ববিদ্যালয়কে দেওয়া হলে শিক্ষার্থীদের আবাসন সংকট নিরসনের পাশাপাশি পুরান ঢাকা কেন্দ্রীক একটি সাংস্কৃতিক বলয় গড়ে তুলতে ভূমিকা রাখবে।

জবি ছাত্রলীগের ধর্মঘট ও মানববন্ধন

এদিকে পূর্বঘোষিত কর্মসূচি অনুযায়ী গতকাল বৃহস্পতিবার ধর্মঘট চলাকালে ক্যাম্পাসের শহীদ মিনারের সামনে মানববন্ধন করেছে জবি ছাত্রলীগ। মানববন্ধন জবি ছাত্রলীগের সভাপতি শরীফুল ইসলাম হলের দাবিতে আন্দোলনরত সব শিক্ষার্থীদের একই ব্যানারে আসার আহ্বান জানান। বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক এসএম সিরাজুল ইসলাম জানান, কারাগারের জমিতে হল নির্মাণ ও বেদখল হল উদ্ধারের বিষয়ে আজ শুক্রবার বিকালে পুরান ঢাকায় সচেতনমূলক প্রচারণা, ব্যবসায়ীদের সঙ্গে মতবিনিময় ও পঞ্চায়েত কমিটির সঙ্গে মতবিনিময় সভা করবে ছাত্রলীগ। এছাড়াও আগামীকাল শনিবার জবি শিক্ষক সমিতি ও কর্মকর্তা সমিতির নেতৃবৃন্দের সঙ্গে মতবিনিময় সভার কথা রয়েছে।